২৯

নগরায়ন
(Urbanisation)

প্রাণীদের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তার শরীরে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেমন— বিকশিত মস্তিষ্ক, বিকশিত বাণী, পায়ের গঠন, দৃষ্টি এবং ঘাড় যা ঘোরানো যায় ইত্যাদি। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে কেবল মানুষই সংস্কৃতির নির্মাতা হতে পারে। আদিমযুগে মানুষ পশুর মতোই ছিল, কিন্তু নিজের বিশেষ শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সে পশুজীবন ত্যাগ করতে পেরেছে এবং নানা ধরনের আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে সভ্য এবং সুসংস্কৃত প্রাণীর সংজ্ঞা লাভ করেছে। মানুষের প্রামন্তিব জীবন ফল-ফুল সংগ্রহের ওপরই নির্ভরশীল ছিল। ধীরে ধীরে মানুষ পশুপালন শুরু করে এভং পশুপালনের যুগে প্রবেশ করে। ফুলে-ফলে ভরা প্রকৃতির কাছ থেকে সে কৃষির প্রেরণা পায় এবং সে নানা প্রকারের ডাল, ফল, কন্দ মূল ইত্যাদি উৎপান করতে শুরু করে। কৃষি থেকে উৎপন্ন বস্তুগুলি এবং খনিজ পদার্থগুলি নিয়ে যে কুটির শিল্প আরম্ভ করে এবং ধীরে ধীরে সে শিল্পের যুগে প্রবেশ করে। প্রথম দিকে শিল্প মানবশক্তি এবং পশুদ্বারা পঞ্চালিত ছিল, কিন্তু যখন মেশিন দ্বারা উৎপাদন হতে শুরু করল, তখন শিল্পে বিপ্লব আসে। বর্তমানে শিল্পায়নের জন্ম শিল্প বিপ্লবের ফলেই হয়েছে। শিল্পায়ন অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ড ও অন্যান্য রাষ্ট্রগোষ্ঠীতে হয় এবং ধীরে ধীরে তা বিশ্বের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। ইংল্যান্ডে ১৭৬৪ সালে ডেমস হরগ্রিব নামে একজন ব্যক্তি এমন চরকা নির্মাণ করে, যাতে ১০ আর্ক বাইট যান্ত্রিক শক্তিতে চলে এমন বেলনের আবিষ্কার হয়, এর ফলে একসাথে ২০ সুতো কাটা যেতে পারত। ১৭৫০ সালে কাঠের জায়গায় পাথুরে কয়লার ব্যবহার শুরু হয়। আজ ধাতু গলিয়ে মেশিনে তৈরি করা সহজ হয়ে গেছে, কিন্তু শিল্প বিপ্লব ও শিল্পায়ন ১৭৬৫ সালে শুরু হয়েছিল বলে মনে করা হয়। যখন জেমস ওয়াট বাষ্পচালিক ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। ১৮১৪ সালে জর্জ স্টিভেনসন্ বিশ্বের প্রথম রেলগাড়ি আবিষ্কার করেন, যা যাতায়াত ও শিল্পে আমূল পরিবর্তন আনে। ১৮০২ সালে জাহাজে বাষ্প চালিত ইঞ্জিন প্রয়োগ করা হয়। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতেও এমন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমে কৃষিকার্যে হালের ব্যবহার করে পুরানো পদ্ধতিতে চাষ করা হত এবং কুটির শিল্পে লাঠি এবং লোহার ছোট ছোট হাতিয়ার ব্যবহার করা হয়। এখন মেশিনে জয়শক্তি দ্বারা বিশাল পরিমাণে তীরগতিতে উৎপাদিন হতে শুরু করেছে। এই শিল্প বিপ্লবের সাথে সাথে যাতায়াত এবং যোগাযোগের নতুন মাধ্যম ও মুদ্রার প্রচলন হয়।

নগরায়ন ও শিল্পায়ন পরস্পর সম্পর্কিত প্রক্রিয়া। নগরায়ন হল সেই প্রক্রিয়া যাতে নগরের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় অথবা নগরগুলিতে পরিবর্তন আসে। অন্যভাবে বলা যায় যে, নগরায়ন নগর নির্মাণ ও নগরের বৃদ্ধির প্রক্রিয়া। নগর কেবল একটি নিবাস স্থানই নয়, একটি বিশেষ পরিবেশের পরিচালক। এটি বেঁচে থাকার কৌশল এবং একটি বিশেষ সংস্কৃতির সূচকও। নগরগুলির জনসংখ্যা এবং জনঘনত্বও বেশি। পেশার বহুলতা ও ভিন্নতা, ভোগবাদ বস্তুবাদ,

কৃষিমতা, জাতিলতা, গতিশীলতা ইত্যাদি নগরীয় জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নগরগুলিতে বেকারত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে পরিবার, আত্মীয়তা ও প্রতিবেশীর বেশি গুরুত্ব নেই। এখানে ব্যক্তি নিজের চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর সদস্যপদ গ্রহণ করে।

নগরায়ন অর্থ এবং সংজ্ঞা
(Urbanization : Meaning and Definition)

'নগর' ইংরেজি ভাষা City এর বাংলা অনুবাদ। City শব্দ ল্যাটিন ভাষা 'সিবিটাজ' (Civitas) থেকে এসেছে। নগরায়ন শব্দ নগর থেকে তৈরি হয়েছে। সাধারণত নগরায়নের অর্থ নগরের উদ্ভব, বিকাশ, প্রসার এবং পুনর্গঠন।

বর্তমানে শিল্পনগরী শিল্পায়নেরই দান। যে স্থানে বড় বড় শিল্প স্থাপিত হয় এবং ধীরে ধীরে ওই স্থানটি নগরে পরিণত হয়ে যায়। নগরায়নকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গোল্ড ও কাল্ব লিখেছেন যে নাগরিক জীবন সম্পর্কিত ব্যবহার গ্রামীণ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার হয়ে যাওয়ার নাম হল নগরায়ন। ব্রিজ লিখেছেন, "নগরয়ান একটি প্রক্রিয়া, যার কারণে লোকেরা নগরে বাস করে এবং তাদের নাগরিক বলা হয়, কৃষির পরিবর্তে তারা অন্য পেশা গ্রহণ করে এবং নিজেদের আচার ব্যবহারের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটায়।"

ডেভিস লিখেছেন যে নগরায়ন এখটি নিশ্চিত প্রক্রিয়া, পরিবর্তনের একটি চক্র, যা কোনও কৃষক সমাজকে শিল্প সমাজে পরিণত করে। অন্য এক সমাজতাত্ত্বিকের মতে, "নগরায়নের অর্থ হল নাগরিক হওয়ার প্রক্রিয়া অর্থাৎ ব্যক্তিদের নাগরিক ক্ষেত্রে নমন, নাগরিক প্রক্রিয়াসমূহ, জনসংখ্যা ও ক্ষেত্রের বৃদ্ধি।" বর্গলের মতে, "গ্রামীণ ক্ষেত্রেকে নাগরিক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হওয়ার পক্রিয়াকেই আমরা নগরায়ন বলতে পারি।" মিচেল নগরায়নকে নাগরিক হওয়ার প্রক্রিয়া বলে মনে করেন, যেখানে লোকেরা নগরের দিকে গমন করে, কৃষি ব্যবস্থা ছেড়ে অন্য পেশা গ্রহণ করে এবং সাথে সাথে তাদের আচরণের পরিবর্তন আসে।

আবার এন. এন্ডারসনের মতে 'নগরায়নের অর্থ (i) গ্রামীণ ক্ষেত্র থেকে নগরের ক্ষেত্রে লোকেদের নিয়ে যাওয়া (ii) কৃষিকাজ ছেড়ে অন্যান্য পেশা গ্রহণ (iii) কোনও নগরে না গিয়ে লোকেদের বিচারধারা ও আচার ব্যবহার নাগরিক হতে পারে।

এই ধরনের নগরায়ন একটি জীবন পদ্ধতি যার প্রসার নগর থেকে বাইরের দিকে হয়।

উপরিউক্ত সংজ্ঞার ভিত্তিতে নগরায়নের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

1. নগরায়ন গ্রামকে নগরে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া।

2. নগরায়নে লোকেরা কৃষিকাজ ছেড়ে অন্য পেশা গ্রহণ করে।

3. নগরায়ন হল সেই প্রক্রিয়া, যেখানে লোক গ্রাম ছেড়ে নগরে বসবাস করতে থাকে, ফলে নগরের নিবাস, প্রসার এবং বৃদ্ধি ঘটে।

4. নগরায়ন জীবনে বেঁচে থাকার একটা পদ্ধতি, যার প্রসার গ্রাম থেকে শহরের দিকে হয়। নাগরিক জীবনযাপনকে নাগরিকতা বা নগরবদ্ধ বলা হয়। নগরবাদ কেবল নগরের মধ্যেই সীমিত থাকে না। বরং গ্রামে থেকেও লোকেরা নাগরিক জীবনবিধি গ্রহণ করতে পারে।

5. নগরায়নের অন্যান্য পদ্ধতি— (ক) গ্রামের লোকেরা নগর দেখতে যায় এবং কিছু সময় পরে তারা সেখানে বাস করে। (খ) নগরের লোকেরা গ্রাম দেখতে যায় এবং নিজের প্রভাব সেখানেই ছেড়ে আসে। (গ) নগরের উৎপন্ন জিনিসগুলি গ্রাম উপভোগ করে। (ঘ) গ্রামের লোকেরা নগর দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং নগরকেও প্রভাবিত করে।

উপরিউক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট যে নগরায়নের অর্থ কেবল গ্রামের লোকেদের শহরে এসে বাস করা এবং কৃষিকার্য ছেড়ে অন্য পেশা গ্রহণ করা নয়; শহরে গিয়ে বসবাস করলেই তার নগরায়ন হয় না। গ্রামীণ ব্যক্তি য গ্রামীণ পেশা ও অভ্যাসকে ত্যাগ করতে পারে না সেও নাগরিক জীবনশৈলী, মনোবৃত্তি, ব্যবহার এবং দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে নাগরিক হতে পারে।

আজ এই বিশ্বের সকল দেশে নগরায়নের গতি এমন তীব্র যা আগে কখনও ছিল না। বিকাশশীল দেশগুলিতে যেখানে বিশ্বের তিন-চতুর্থাংশ লোক বাস করে, সেখানে গ্রাম থেকে শহরে জনসংখ্যার স্থানান্তরণ বেশি হয়েছে এভং হচ্ছে। বেশ কয়েক বছর ধরে বিশ্বে জনসংখ্যা তীব্রগতিতে বেড়ে চলেছে। ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা ৫৪.৭৪ কোটি ছিল, যার মধ্যে ১০ কোটি ৮৮ লক্ষ ব্যক্তি নগরগুলিতে বাস করত। ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতে ১০২.৭০ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ২৮.৫৩ কোটি নগরে বাস করে। ১৯৭১ সালে দেশে, ৩১২৬, ১৯৮১ সালে ৪০২৯ এবং ১৯৯১ সালে ৪৬৮৯ নগর ছিল যা বর্তমানে ৫০০০ এর বেশি হয়ে গেছে। রাজস্থানে বর্তমানে নগরের সংখ্যা ২১৬টি। যদিও ১৯৫১ এভং ১৯৯১ এর মধ্যে মোট জনসংখ্যার .৩ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১০ লাখের বেশি জনসংখ্যার নগরগুলিতে জনসংখ্যা ৬ গুণের বেশি বৃদ্ধি পায়। ১০ লাখ জনসংখ্যার বসবাসকৃত নগর ১৯৫১ সালে মাত্র ৫টি ছিল, যা ১৯৯১ সালে বৃদ্দি পেয়ে ২৩ এবং ২০০১ সালে ৩৫ হয়। ৫০ লাখের বেশি জনসংখ্যারদিকারী চারটি মহানগর হল মুম্বাইষ কলকাতা, দিল্লি, চেন্নাই। ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতের সবচেয়ে বড় নগর মুম্বাই, যার জনসংখ্যা ১.৬৩ কোটির বেশি, এরপর কলকাতা (১.৩২ কোটি), দিল্লি (১.২৭ কোটি) এবং চেন্নাই (৬৪.২৪ লাখ) নগর। ভারতের সর্বাধিক নগরীকৃত রাজ্য তামিলনাড়ু যেখানে ৪৩.৪৬% জনসংখ্যা নগরে বাস করে। তারপর মহারাষ্ট্র (৪২.৪০%), গুজরাট (৩৭.৩৫%), উত্তরপ্রদেশ (২০.৭৮%), মধ্যপ্রদেশ (২৬.৬৭%), রাজস্থান (২৩.২৮%), ছত্তিশগড় (২০.০৪%) ও বিহার (১০.৪৭%)

উপরিউক্ত তথ্যগুলি থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে ভারতে নগরায়ন ১৯৫১-২০০১ এর দশকের মধ্যে বেশি হয়েছে, তবুও অপর দেশের তুলনায় এর গতি ধীর। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে নগরের জনসংখ্যা ২৭.৭৮% । নগরায়নের বৃদ্ধি ভারতে বহু সামাজকি-আর্থিক সমস্যার জন্ম দিয়েছে।

ভারতীয় সমাজের উপর নগরায়নের প্রভাব

ভারত মূলত একটি গ্রাম্য দেশ যেখানে ৭২.২২% জনসংখ্যা গ্রামে বাস করে। প্রাচনীনকালেও এখানে নগর ছিল, কিন্তু সেগুলি আজকের নগর থেকে ভিন্ন ধরনের। তখন গ্রাম ও নগরের জীবনে বিশেষ কোনও পার্থক্য ছিল না। কিন্তু যখন নগরগুলিতে বড় বড় শিল্প গড়ে উঠল তখন নগরের স্বরূপ পালটে গেল এবং এটি গ্রামের থেকে ভিন্ন রকমের সামাজিক ক্ষেত্রে পরিণত

হল। নগরের সুবিধাগুলি লাভ করার জন্য গ্রামীণ জংসংখ্যা নগরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফলে নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং নগরায়নের প্রক্রিয়ার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। নগরায়নের ফলে ভারতে অনেক সামাজিক পরিবর্তন হয়। পরিবার, জাতি, বিবাহ, অর্থ ব্যবস্তা, রীতি নীতি, ধর্ম সবকিছুতেই পরিবর্তন আসে। শুধু তাই নয়, নগরায়ন অনেক নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। নগরায়নের ফলে ভারতে যেসব সামাজিক পরিবর্তন ঘটতে পারে, সেগুলির উল্লেখ করব।

I. **সামাজিক গঠন এবং সংস্থাগুলির ওপর প্রভাব**– ভারতীয় সামাজিক গঠনের মূল ভিত্তি-পরিবার, বিবাহ, জাতি ব্যবস্থা এবং গ্রামীণ সম্প্রদায়, নগরায়নের ফলে এগুলির মৌলিক স্বরূপে পরিবর্তন হয়েছে।

1) **পরিবারের ওপর প্রভাব**– প্রাচীন ঐতিহ্যমন্ডিত ভারতীয় পরিবারের একটি যৌথ পরিবার ছিল, যাতে তিন বা চার প্রজন্মের সদস্য একসাথে একই ঘরে বাস করত। তাদের সম্পত্তি, খেত এভং কুয়ো একই ছিল। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে একই অর্থভাণ্ডার থেকে খরচ করা হত। পরিবারের সব কাজে বয়স্ক ব্যক্তিদেরই নিয়ন্ত্রণ থাকত এভং তিনিই পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতেন। পরিবারের অন্য সদস্যরা তার আজ্ঞাপালন করত এবং অর্থ উপার্জন করে পরিবারের কোছেই জমা করত। কিন্তু নগরায়নের প্রভাবে যৌথ পরিবার ভেঙে যায়। গ্রামের লোকেরা চাকরির সন্ধ্যানে নগরের আসতে শুরু করে। ফলে গ্রামের যৌথ পরিবারগুলি ভেঙে পড়ে। নগরের গৃহসমস্যা, মূল্যবৃদ্ধি, উচ্চজীবনস্তর ইত্যাদির কারণে যৌথ পরিবারের সকল সদস্যদের একসাথে থাকা এবং খরচ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে নগরের ছোট ছোট পরিবার গড়ে ওঠে। যারা গ্রাম থেকে শহরে আসে তারা গ্রামে পরিবারের সদস্যদের খায়ো-পরার দায়িত্ব নেওয়াটা উচিত বলে মনে করে না এবং নগরে প্রচলিত স্বাধীনতা ও ব্যক্তিবাদী ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পিতামাতার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পেতে চায়। ফলে মূল পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে একক পরিবার গড়ে উঠতে থাকে। এই পরিবারে স্বামী-স্ত্রী এবং অবিবাহিত সন্তান থাকে। দেশে বিভিন্ন অংশ নিয়ে অধ্যয়ন করে দেখা গেছে যে নগরায়নের প্রভাবে ভারতে যৌথ পরিবারের গঠন ও কার্যে পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়নি। বর্তমানে পরিবারের গঠন একক দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু কার্যের দিক থেকে যৌথ প্রকৃতির থাকে। নতুন পরিস্থিতির কারণে তিন-চার প্রজন্মের এক সাথে থাকা, খাওয়া, পূজাপার্বণ করা সম্ভব হয় না, কিন্তু একক পরিবারের সদস্যদের সম্পত্তি আজও যৌথ মালিকানাভুক্ত। বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু ও উৎসবের সময় বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী সদস্যরা নিজেদের মূল বাস্থানে একত্রিত হয়, নিজ নিজ কর্তব্য-দায়িত্ব পালন করে। একে অপরকে আর্থিক সহায়তাও দান করে।

2) **বিবাহের উপর প্রভাব**– নগরায়নের প্রবাবে পরম্পরাগত ভারতীয় বিবাহেও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। নগর, ব্যক্তিবাদ, বস্তুবাদ, সাম্য ও স্বাধীনতার বিচারের দূর্গ স্বরূপ যার প্রভাব বিবাহের ওপরও পড়েছে। আজ জীবনসাথী নির্বাচনে ছেলে মেয়েদের মতকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। নগরগুলিতে প্রেম বিবাহ, আন্তর্জাতিক বিবাহ, কোর্ট ম্যারেজ, বিধবা পূনর্বিবাহ, তালাক ইত্যাদি বেশি দেখতে পাওয়া যায়। নগরের লোকেরা বিবাহকে আজ একটি ধর্মীয়

সংস্কার বলে মনে না করে একটি সামাজিক চুক্তি বলে মনে করে, যা যখন খুশি ভেঙে দেওয়া যায়। আজ বিবাহে উদ্দেশ্যে ধর্মীয় কার্য পালন করা নয়, সন্তান উৎপাদন ও রতি আনন্দ লাভ বলে মনে করা হয়। পতিপত্নীর সম্পর্কের ভিত্তি হল সমরূপতা, আজ পত্নী পতিকে পরমেশ্বর মনে না করে বন্দু বা সাথী বলে মনে করে। বাল্যবিবাহ প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে, তবে অবিবাহিত থাকা ও দেরিতে বিবাহ করার প্রবৃত্তি এখন বৃদ্ধি পেয়েছে। আঝ বহুপত্নীর স্থানে এখ বিবাহকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়েছে। বহির্বিবাহে বিভিন্ন বাধা যেমন সগোত্র, সপ্রবর এবং সপিণ্ড বিবাহের নিয়মে শিথিলতা দেখতে পাওয়া যায়। বিবাহের জন্য বিজ্ঞাপন দেও য়া প্রবৃত্তি এবং বৃদ্ধি পেয়েছে। আঝ নগরগুলিতে এমন কিছু সংগঠন তৈরি হয়েছে যারা বিবাহের ব্যবস্থা করে। আজ বিবাহ তো কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে যায়, এই ভাবে বিবাহের সংক্ষিপ্তকরণ হয়েছে। বিবাহে পণের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিক পণ নেওয়া ও দেওয়া প্রতিষ্ঠানর সূচক হিসাবে মনে করা হচ্ছে। বিবাহের সময় কেবল আত্মীয়স্বজনই নয়, অন্যান্য জাতির ব্যক্তিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে নগরায়নের ফলে বিবাহ সংস্তাতেও পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু তবুও সম্পূর্ণভাবেপরস্পরের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেনি।

3) **জাতিপ্রথার ওপর প্রভাব**– নগরায়নের ফলে ভারতের জাতিপ্রথায় পরিবর্তন এসেছে। পরম্পরাগত জাতিপ্রথায় কেটি স্তরপ্রণালি দেখতে পাওয়া যায়। যার মধ্যে উচ্চ—নীচ মর্যাদা বজায় থাকে। প্রত্যেক জাতির স্তর প্রণালিতে স্থান নির্দিষ্ট থাকে। উচ্চজাতি ও নিম্নজাতির খাওয়া দাওয়া ও আচার ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য থাকে। নিম্নজাতির তুলনায় উচ্চ জাতিগুলি অধিকার ও সুবিধা বেশি ভোগ করে। প্রত্যেক জাতির কেটা পরম্পরাগত পেশা থাকে এবং এক জাতির ব্যক্তি নিজের জাতিতে বিবাহ করে। যজমানি প্রথার দ্বারা বিভিন্ন জাতি একে অপরকে সেবা করে এবং আর্থিক, সামাজকি ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কে বাঁধা থাকে। কিন্তু নগরায়নের ফলে উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিতে পরিবর্তন এসেছে। আজ ব্যক্তিমূল্যায়ন তার গুণের ভিত্তিতেই করা হয়। জাতিব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, এখন সেই জাতিগুলি সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যেগুলি সংখ্যায় বেশি, যারা আর্থিক দিক থেকে সম্পন্ন এবং যাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা আছে। খাওয়া-দাওয়া এবং অস্পৃশ্যতার মধ্যেও শিথিলতা এসেছে। নগরের হোটেলগুলিতে সকল জাতির ব্যক্তি এক সাথে বসে খাওয়া দাওয়া করে, রেল, বাস, ট্রেন, বিমানে একসাথে চলাফেরা করা। ফ্যাক্টরি, কারখানা, অফিস ইত্যাদিতে বিভিন্ন জাতির লোক একসাথে কাজ করে। আজ তো কাঁচা ও পাকা ভোজনের পার্থক্য উঠে গেছে। উচ্চজাতিগুলি নিম্নজাতিগুলির কাছ থেকে কাঁচা ভোজন গ্রহণ করতেও শুরু করেছে। নগরে এমন বসতিও আছে যেখানে বিভিন্ন জাতির লোক একসাথে বাস করে। আজ একজন ব্যক্তি কেবল যে নিজে জাতির পেশাই গ্রহণ করবে, তা নয়, যে কোনও পেশাই গ্রহণ করতে পারে। অন্তর্জাতি বিবাহ গ্রাম অপেক্ষা নগরেই বেশি দেখতে পাওয়া যায়।

4) **গ্রামীণ সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব**– নগরয়ান প্রক্রিয়ার প্রভাব গ্রামীণ সম্প্রদায়ের ওফরও পড়ে। যদিও গ্রামগুলিতে আজও যৌথ পরিবার প্রথা, জাতি-প্রথা ও কিছু মাত্রায় যজমনি প্রথার প্রচলন আছে। তুবও নগরের প্রভাব থেকে গ্রাম বেঁচে থাকতে পারেনি। গ্রামের লোকেরা দুধ ঘি, সবজি, ফসল নগরে বিক্রি করতে আসে এবং তারা অর্থ উপার্জন করে। গ্রামে বস্তুর বদলে মুদ্রার বিনিময়ে জিনিস কেনাবেচা বৃদ্ধি পায়। গ্রামীণ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নতি হওয়ায় তাদের জীবন, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে এবং নতুন নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষার

সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমদিকের গ্রাম প্রায় আত্মনির্ভর ছিল এবং নিজেদের চাহিদার বস্তুগুলিকে তারা নিজেরাই উৎপন্ন করত। কিন্তু আজ তারা নগরগুলিতে নির্মিত বস্তু যেমন— কাপড়, প্লাস্টিক, ঘড়ি, রেডিও, পাখা, ফার্নিচার এবং অন্যান্য অনেক বস্তু ব্যবহার করতে শুরু করেছে। এখানেও আধুনিক দোকান, চায়ের হোটেল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলছে। যজমানি প্রথা দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং বহুলোক শহরে গিয়ে নিজের জাতিগত ব্যবসা করতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে গ্রামে আত্মনির্ভরতা সমাপ্ত হয়ে যাচ্চে এবং গ্রামগুলিতে নগরীয় সংস্কৃতি এবং অর্থব্যবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। গ্রামীণ লোকেরাও ফ্যাশন, বস্ত্র, খাওয়া-দাওয়া, জীবনশৈলী মনোরঞ্জনের মাধ্যমে ইত্যাদি ব্যবহার করতে শুরু করেছে। এই নতুন পরিবর্তন গরিব লোকেদের চেয়ে আর্থিক সম্পন্ন লোকেদের মধ্যে বেশি দেখতে পাওয়া যায়।

II. **অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর প্রভাব**— নগরায়নের প্রক্রিয়া অর্থনৈতিক ক্রিয়া ও সংস্কাগুলির ক্ষেত্রেও বহু পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে। আজ নগরগুলিতে বড় বড় শিল্প গড়ে উঠেছে, এইগুলি উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সেখানে বাজার, ব্যাঙ্ক, মুদ্রা ইত্যাদির সুবধাগুলি বেশি, এই কারণে নগরগুলি ব্যবসা এবং বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। যেখানে কোনও নতুন ব্যবস্থা শুরু করলে সমস্যার সৃষ্টি হয় না। নগরগুলিতে উৎপন্ন জিনিসগুলি রাষ্ট্রীয় তথা অর্ন্তরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সহজেই পৌঁছানো যায়। নগরগুলিতে শ্রমবিভাজন এবং বিশেষীকরণ বেশি দেখতে পাওয়া যায়। নগরগুলি বিভিন্নর রকমের শিল্প এবং ব্যবসার কেন্দ্রে পরিণত হতে যাচ্চে যেখানে গ্রামীণ লোকেরা এসে নিজেদের উৎপাদিত বস্তু বিচ্ছি করতে এবং প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পারবে। নগরগুলিতে নানারকম সুবিধার কারণেই শিল্পায়ন বেশি হয়েছে এবং পরিণামে গ্রামীণ ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। নগরগুলিতে আর্থিক বৈষম্য বেশি দেখতে পাওয়া যায়।

III. **রাজনৈতিক ক্ষেত্রের উপর প্রভাব**— নগরায়ন প্রক্রিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করেছে। নগরগুলিতেই প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের কার্যালয় থাকে এবং নগরই তাদের গতিবিধির কেন্দ্র তারা যে কোনও আন্দোলনের শুরু নগরেই করে। নগরগুলিতে যাতায়াত এবং যোগাযোগের মাধ্যমগুলি পত্র-পত্রিকা, সংবাদপত্র ইত্যাদির সুবিধা থাকায় রাজনৈতিক দল নিজেদের বিচার ও তথ্য সহজভাবে জনতার কাছে পৌঁছে দিতে পারে। নগরগুলিতে সকল প্রকারের রাজনৈতিক দলের অনুগ্রামীদের পাওয়া যায়। শ্রমিক বেং সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন রকমের সুবিধা দেবার জন্য রাজনৈতিক দল সরকারে ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হরতাল, ঘেরাও, আন্দোলন ইত্যাদি কার্য করে। এই ধরনের নগরায়ন লোকেদের মধ্যে রাজনৈতিক জাগরণ সৃষ্টি করে এবং নতুন মূল্যবোদের সঙ্গে পরিচিতি ঘটায়।

IV. **ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রভাব**— নগরগুলিতে ধর্মের প্রভাব ধীরে ধীরে ক্ষীণ হতে চলেছে। এখা ভাগ্য ও ঈশ্বরে কম বিশ্বাস করে এবং নিজের শ্রমের ওপর অধিক ভরসা রাখে। ধর্মীয় আড়ম্বর, কর্মকাণ্ড ও অন্ধবিশ্বাস নগরগুলিতে খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। কারণ— শিক্ষার প্রাধান্যের ফলে লোকেরা সব কিছু যুক্তি ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতেই মূল্যায়ন করে। সেখানে পাণ্ডা, পুরোহিত, পূজারি ও পাদ্রির কৌশল বেশি চলতে পারে না। এর অর্থ এই নয় যে, নগরগুলিতে ধর্মের কোনও গুরুত্ব নেই। বর্তমান নগরগুলিতে লোকেরা মানসিক দিক থেকে বেশি পীড়িত, সুতরাং তারা পুনরায় ধর্মের আশ্রয়ে যেতে শুরু করেছে। সেখানে নতুন নতুন ধর্মীয় সংগঠন স্থাপিত হয়েছে যা লোকেদের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেছে।

v. **অন্যক্ষেত্রের ওপর প্রভাব**– নগরায়নের কারণে কয়েকটি অন্যান্য সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়েছে, যা নিম্ন লিখিত

1) **মেয়েদের অবস্থান পরিবর্তন**– নগরগুলিতে মেয়েদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেখানে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয়, সুতরাং তারা লেখাপড়া শিখে উপার্জন করতে শুরু করেছে। তাদের আর্থিক দিক থেকে পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয় না। তারা ঘরের চার দেওয়ালের বাইরে এসেছে এবং সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে কাজ করতে শুরু করছে। আজ তারা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। নগরগুলিতে মেয়েদের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, বিধায়ক, মন্ত্রী এবংঅন্যপদে কাজ করতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বাল্যবিবাহ কমে গেছে এবং বিধবা বিবাহের ফলে মেয়েদের পারিবারিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে পরিবারগুলিতে পত্নীকে পতির সমকক্ষ বলে ধরা হয়।

2) **রুচির পরিবর্তন**– নগরায়নের ফলে লোকেদের মনোবৃত্তি এবং রুচির মধ্যেও পরিবর্তন হয়েছে। নগরের ব্যক্তিরা আদর-কায়দা, সাজ পোশাক এবং ফ্যাশন ইত্যাদিকে বেশি পছন্দ করে। নগরগুলিতেই নতুন নতুন ফ্যাশন, কেশসজ্জা, বস্ত্রশৈলী এবং ফার্নিচারের নতুন নতুন ডিজাইন এবং মডেল দেখতে পাওয়া যায়। নগরগুলিতে নতুন নতুন আবিষ্কার হয় যা লোকেদের রুচি এবং চাহিদা পূরণ করতে পারে।

3. **ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য**– বর্তমানে পশ্চিমী সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রভাব নগরগুলিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করেছে। সেখানে সমগ্রতা এবং পারিবারিকতার জায়গায় ব্যক্তি নিজ ব্যক্তিগত মঙ্গলকেই বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে।

4. **দ্বিতীয় সম্পর্কের প্রাধান্য**– নগরগুলিতে কার্যভিত্তিক বেশি দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে ব্যক্তিদের সম্পর্ক কোনও না কোনও স্বার্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তাদের মধ্যে আত্মীয়তার অভাব দেখতে পাওয়া যায়। প্রাথমিক সম্পর্কের মতো সেখানে ঘনিষ্ঠতা এবং সহযোগিতা দেখতে পাওয়া যায় না।

নগরায়নের সমস্যা

নগরায়নের বৃদ্ধি ভারতে নানা পরিবর্তনের সৃষ্টি করেছে। এই পরিবর্তনের ফলে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এ ই সমস্যাগুলি হল–

1. **স্বাস্থ্যের সমস্যা**– সাধারণ ধারণা হল গ্রামের লোকেরা শহরের লোকেদের তুলনায় বেশি বলিষ্ঠ হয়। নগরের লোকেরা দুর্বল, রুগ্ন এবং অসুস্থ হয়। নগরগুলিতে মুক্ত পরিবেশের অভাব, বাড়ির ভিড়, বাতাস দূষণ, মিল, ফ্যাক্টরির ধোঁয়া, স্থানের অল্পত্ব, আলো ও পরিষ্কার হাওয়ার অভাব, শোরগোল, মশা, ছারপোকা ইত্যাদির আধিক্য, ছোঁয়াচে রোগ ইত্যাদি সব কিছু মিলে স্বাস্থ্যকে খারাপ করে দেয়, গ্রামের তুলনায় নগরে মৃত্যুহার বেশি। স্বাস্থ্যের জন্য নগরে পার্ক, বাগান, খেলার জায়গা ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রভু মুম্বাইকে পর্যবেক্ষম করে দেখেছেন যে,

৬১% লোক মুম্বাই এসে অসুস্থ হওয়ার নালিশ জানায়, 30% লোক পরিবারের মৃত্যুর জন্য নগরে আসার পরে হওয়া অসুখকেই দায়ী করেন। কেউ কেউ খিদে না হওয়ার কথা বলেন। নগরায়ন মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও কুপ্রভাব ফেলে। ফলে লোকেরা অন্দ্রিা ও চিন্তায় জর্জরিত থাকে।

2. **অপরাধ বৃদ্ধি**– গ্রামের তুলনায় নগরে অপরাধ বেশি হয়। নগরগুলিতে পরিবার, ধর্ম, প্রতিবেশী, রক্তের সম্পর্ক এবং জাতির নিয়ন্ত্রণে শিথিলতা থাকে বলে অপরাধ বৃদ্ধি পায়। এমনকী অপরিচিতি কারণেও অপরাধের পৃষ্ঠভূমি নগরেই তৈরি হয়, সেখানে অপরাধী দলগুলি অপরাধের প্রশিক্ষণ দেয়। সেখানে চুরি, ডাকাতি, ব্যাঙ্কলুট, আত্মহত্যা এবং হত্যা, দুর্ঘটনা, মেয়েদের ধরে নিয়ে যাওয়া, বাচ্চাদের ধরে নিয়ে যাওয়া, ঠকানো ইত্যাদি ঘটনা বেশি হয়। সংবাদপত্র প্রতিদিনই এই ধরনের উল্লেখ থাকে।

3. **মনোরঞ্জনের সমস্যা**– নগরগুলিতে মনোরঞ্জনের বাণিজ্যিকিকরণ দেখতে পাওয়া যায়। সিনেমা, টেলিভিশন, পার্ক এবং বাগানের জন্য অনেক পয়সা খরচ করতে হয়। সেখানে বাণিজ্য সংস্থাগুলি মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করে। গ্রামগুলিতে খেলা, নৃত্য, ভজন ইত্যাদির মাধ্যমে লোকেদের সমনোরঞ্জন করা হয়।

4. **সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ধ্বংস প্রাপ্তি**– ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের কারণে নগরগুলিতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে গেছে। সেখানে পরিবার, ঈশ্বর, ধর্ম, রক্তের সম্পর্ক এবং জাতির নিয়ন্ত্রণের অভাবে সমাজবিরোধী কাজ বেশি হয়। নগরগুলিতে নিত্যনতুন পরিবর্তন হওয়ার ফলে পরম্পরাগত রীতিনীতি ও পালন ঠিকমতো হয় না। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব সামাজিক ধ্বংসের সৃষ্টি করে। দারিদ্র, ভিক্ষাবৃত্তি, অপরাধ এবং অন্যান্য অপরাধ নাগরিক জীবনে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। হরতাল, আন্দোলন, ধর্মঘট ইত্যাদি নাগরিক জীবনের সাধারণ ঘটনা।

5. **বাসস্থানের সমস্যা**– নগরগুলিতে একটি ভয়ংকর সমস্যা হল বাসস্থান। এখানে আলো-বাতাস মুক্ত বাড়ির অভাব। কেউ কেউ রাস্তার ধারে ঝুপড়ি তৈরি করে বাস করে। এখানে মলমূত্র ত্যাগের জায়গা থাকে না। বাড়ি ভাড়া অনেক বলে ভাড়াবাড়িতে থাকাও অসম্ভব।

6. **ভিক্ষাবৃত্তি**– নগরগুলিতে ভিক্ষাবৃত্তি বেশি দেখতে পাওয়া যায়। রাস্তার ধারে, মন্দির মসজিদ এবং ধর্মীয় স্থানে, রেল স্টেশন বাসস্ট্যান্ড এবং সার্বজনীন স্থানে ভিখালিদের ভিড় দেখতে পাওয়া যায়।

7. **মানসিক উত্তেজনা এবং দ্বন্দ্ব**– নগরগুলিতে উত্তেজনা ও দ্বন্দ্ব বেশিমাত্রায় দেখতে পাওয়া যায়, যার হাত থেকে মুক্তি পেতে মানুষজন ঘুমের ঔষধ খায়, মানসিক অশান্তি থেকে মুক্তি পাবার এই উপায়টি মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

8. **বেশ্যাবৃত্তি**– নগরগুলিতে বেশ্যাবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে যৌন অপরাধের আধিক্য এবং নৈতিক মূল্যবোধের হ্রাস দেখতে পাওয়া যায়। এইভাবে নগরায়ন মানুষের বহু যুগ ধরে চলে আসা জীবনে বহু পরিচিত এবং নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

9. **জনসংখ্যা বৃদ্ধি**– নগরগুলিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি শিক্ষা, প্রশাসন, যাতায়াত এবং সুরক্ষার সমস্যা সৃষ্টি করে। সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা, যাতায়াত, নগর প্রশাসন চালানো একটি

কঠিন কার্যে পরিণত হয়েছে।

নগরীয় সমস্যার সমাধানের জন্য নগর পরিকল্পনা প্রয়োজন। নগর পরিকল্পনার দ্বারা বাসস্থান, যাতায়াত, রাস্তা বাগান, চিকিৎসালয়, বাজার ইত্যাদির স্থান নির্ধারণ করে নাগরিক জীবন সুবিধাজনক এবং আনন্দজনক হতে পারে এবং শিল্পে বিকেন্দ্রীকরণ করা যেতে পারে।

শিল্পায়ন এবং নগরায়ন

শিল্পায়ন এবং নগরায়ন পরস্পর সম্পর্কিত এবং সহগামী প্রক্রিয়া। এটি একই মুদ্রার দুটি দিক। কোনও স্থানে শিল্প গড়ে উঠলেই সেই স্থান ধীরে ধীরে নগরে পরিণত হয় এবং নগর শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করে। শিল্পস্থাপনের জন্য নানারকম চাহিদাপূরণ হওয়া প্রয়োজন-- কাঁচামালের সুবিধা, যাতায়াতের মাধ্যম, সুলভ শ্রমিক মূলধন ও ব্যাঙ্কের সুবিধা, জল, বিদ্যুতের প্রয়োজন যা নগরগুলিত পাওয়া যায়।

এই ধরনের শিল্প স্থাপনও নগরগুলির জন্ম দেয়। যেখানে শিল্প এবং কারখানা গড়ে ওঠে। সেখানে হাজার হাজার মজুর, এসে বাস করে। সময়ান্তরে সেই স্থান নগরে পরিণত হয়ে যায়। টাটানগর, দুর্গাপুর, ভিলাই, রাউরকেল্লা ইত্যাদি নগরগুলির বিকাশ এইভাবে হয়েছে। প্রথমদিকে এই স্থানে ছোটো ছোটো বস্তি ছিল কিন্তু কারখানা স্থাপনের পরে এগুলি দেশের প্রধান শিল্পনগরীর শ্রেণিতে এসে পড়ে। দেশে শিল্পের বৃদ্ধির সাথে সাথে নগরীয় জনসংখ্যা ও নগরায়নের প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শিল্পের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং স্পষ্টত এই দুটি প্রক্রিয়া একে অপরের সাথে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত। তবুও এই দুটিতে নিম্নলিখিত পার্থক্য রয়েছে--

1. শিল্পায়ন নগর এবং গ্রাম দুটি স্থানে হতে পারে। এর জন্য গ্রাম ছেড়ে নগরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। গ্রামেও যদি বড় বড় শিল্পস্থাপন করা হয়, তাহলে সেখানেও শিল্পায়ন ঘটবে, কিন্তু গ্রাম ছেড়ে গ্রামীণ লোকেদের নগরায়নের জন্য নগরে যেতে হয়।

2. শিল্পায়নের কৃষিব্যবস্থাকে ছাড়তে হয় এবং তার জায়গায় অন্য পেশা গ্রহণ করতে হয়, যদিও নগরায়নের সম্পর্ক কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, চাকুরি এবং অন্যান্য ছোটখাটো পেশার সঙ্গেও আছে। এই ধরনের নগরায়নে কৃষি এবং অন্যান্য পেশাও গ্রহণ করা যায়।

3. শিল্পায়নের সম্পর্ক উৎপাদন প্রণালির সঙ্গে, যাতে উৎপাদনের কার্য মেশিনের সাহায্যে করা যায়। সুতরাং মূলত এটি একটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া কিন্তু নগরায়ন তৈরির একটি প্রক্রিয়া আছে, যার সম্পর্ক একটি বিশেষ প্রকারের জীবনশৈলী, খাওয়া দাওয়া, আদব কায়দা, সামাজিক আর্থিক, রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে যা নগরে বসবাসকারী লোকেদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

4. সাধারণত শিল্পায়ন নগরে ওপরের নির্ভর করে। কারণ শিল্প স্থাপনের জন্য যে সুবিধাগুলির (মুদ্রা, শ্রম, যাতায়াত, ব্যাঙ্ক, যোগাযোগ মাধ্যম, বিদ্যুৎ কাঁচামাল, মেশিন) প্রয়োজন হয়, তা সবই নগরে পাওয়া যায়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে শিল্পায়ন সমাজ নগরীয় সমাজ। যদিও নগরায়ন শিল্পায়ন ছাড়া সম্ভব। প্রাচীনকালে যখন উৎপাদনকার্য মেশিনের সাহায্য ছাড়া হত, তখনও নগর ছিল। এই সময়ের নগর ধর্মীয়, রাজনৈতিক, শিক্ষাগত এবং ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তীর্থস্থান, রাজধানী, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলিকেও তখন নগর বলা হত।